ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময়

গত ৬-৭ জুন ২০১৫ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরের সময়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্তে ঐক্যমত হয়েছিল তার ভিত্তিতেই ৩১ জুলাই ২০১৫ মধ্যরাত থেকেই ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশি ছিটমহলগুলি এবং বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহলগুলি বাস্তবিকভাবেই অন্যের দেশে স্থানান্তরিত বলে গণ্য করা হবে। বাংলাদেশে ভারতের ১১১ টি ছিটমহল রয়েছে এবং ভারতে ৫১ টি বাংলাদেশি ছিটমহল রয়েছে। এইগুলি ১৯৭৪ সালের স্থল সীমান্ত চুকতি এবং ২০১১ সালের প্রটোকল ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফরের সময়ে বিনিময় করা সমর্থনসুচক দলিলগুলির ভিত্তিতে বিনিময় হবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফরের পরে ছিটমহলগুলির বাসিন্দাদের জাতীয়তা পছন্দের সুযোগ নির্দ্ধারণে প্রচুর কাজ করা হয়। বাসিন্দাদের পছন্দের মত সংগ্রহের জন্য ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল দপ্তর, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিটিকস এবং কোচবিহার জেলাশাসক,লালমণিরহাট,পঞ্চগড়,কুড়িগ্রাম এবং নীলিপাহাড়ির জেলাকমিশনাররা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং একে অপরের সংগে সমন্বয় করে বাসিন্দাদের পছন্দের মত সংগ্রহ করেন। প্রকৃতপক্ষে ৬-১৬ জুলাই ২০১৫ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত ছিটমহলগুলিতে সরেজমিন গিয়ে ৭৫ টি দল এই মতামত সংগ্রহের কাজ করেন। সমীক্ষার সময়ে ভারত ও বাংলাদেশের ৩০ জন পরিদর্শক ছিটমহলগুলিতে উপস্থিত ছিলেন। এই যৌথ সমীক্ষা থেকে সংগৃহীত তথ্যগুলির সত্যাসত্য ভারতের রেজস্ট্রার জেনারেল দপ্তর এবং বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্টাটিকটিকস নির্দ্ধারণ করে।

ছিটমহলগুলির বাসিন্দাদের জাতীয়তা পছন্দের মতামত সংগ্রহ করার সফল সমীক্ষার সমাপ্তির পর যাঁরা ভারতীয় ছিটমহল থেকে মুল ভারত ভুখন্ডে স্থানান্তর হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন,তাঁদের যাওয়ার ভিত্তি প্রস্তুত হয়ে গেলো। ৩০ নভেম্বর ২০১৫ সালের মধ্যে স্থায়ী স্থানান্তরের জন্য নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে এই সব বাসিন্দাদের নিরাপদ ভ্রমণের সুবিধার্থে উভয়দেশ যৌথভাবে যথোপযুকতো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

৩১ জুলাই এই কারণে ভারত ও বাংলাদেশের পক্ষে একটি ঐতিহাসিক দিন। এই দিনটি স্বাধীনত্তোর সময় থেকে বিলম্বিত এক জটিল সমস্যার সমাধানের দিবস হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সীমান্তের উভয়পারের ছিটমহলের বাসিন্দারা এই দিনটি থেকেই ভারত ও বাংলাদেশের নাগরিকত্বর অধিকার উপভোগ করবেন। যেমন যেমন প্রয়োজন হবে তাঁরা

নিজ নিজ সরকার দ্বারা প্রদেয় নাগরিকদের জন্য নাগরিক পরিষেবা,শিক্ষা,স্বাস্থ্যপরিষেবা ও অন্যান্য যেসব পরিষেবা দেওয়া হয় তার সুযোগ পাবেন।

১৯৭৪ সালের স্থল সীমান্ত চুকতি এবং ২০১১ সালের প্রটোকল অনুযায়ী অন্যান্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য দুই দেশের সরকারের মধ্যে সমঝোতা রয়েছে তার বাস্তবায়ণের প্রক্রিয়া জারি রয়েছে।

নয়াদিলি্

৩১ জুলাই ২০১৫